ভিবা মৌর্য

কবিতার ক্ষমতা এবং পাবলো নেরুদা

ভাষান্তর : রঞ্জন মৈত্র

[ভিবা মৌর্য : দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্মানিক ও রোমানস ভাষা বিভাগের স্প্যানিস ভাষার অধ্যাপক। চিলের কিংবদন্তীস্বরূপ কবি পাবলো নেরুদার শতবর্ষ চলাকালীন ভিবা মৌর্যকে মর্যাদা সম্পন্ন পাবলো নেরুদা মেডেল অফ অনার পুরস্কার প্রদান করা হয়।]

পাবলো নেরুদা ছিলেন একজন কবি, রাজনৈতিক কর্মী এবং এক অসাধারণ মানুষ, যিনি তার জীবৎকালেই কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছিলেন। এটা কোনো কাকতালীয় ঘটনা নয় যে, লাতিন আমেরিকার লেখকদের বহু গল্প ও উপন্যাসে পাবলো নেরুদা মুখ্য চরিত্র হিসাবে আবির্ভূত হয়েছেন। গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস তার 'বারোটি জীবন পথিক' গল্প সংকলনে (১৯৯২) অন্তর্ভূক্ত 'আমি আমার স্বপ্নগুলো ফেরি করি' গল্পে কবি নেরুদার চরিত্রটি সৃষ্টি করেছিলেন। গল্পটি ফ্রাউ ফ্রিদা নামে এক মহিলার জীবন নিয়ে আবর্তিত, যে তার জীবন নির্বাহের জন্য তার স্বপ্নগুলোকে বিক্রি করত। সে সাধারণত অন্য মানুষদের জীবন নিয়ে স্বপ্ন দেখত এবং সে তাদের আগামী ঘণ্টায়, দিনে এবং সপ্তাহে কি ধরনের সাবধনতা তাদের নেওয়া উচিত তা আগাম বলে দিত। একদিন ফ্রাউ ফ্রিদা ঘটনাচক্রে মধ্যাহ্ন আহারের সময় তার সঙ্গে কবি নেরুদাকে নিয়ে আসে। গল্প কথক কবির সঙ্গে ফ্রিদার পরিচয় করিয়ে দেয় এবং তাঁকে ফ্রাউয়ের অসাধারণ ক্ষমতা সম্বন্ধে বলে। কিন্তু কবি এই বলে ব্যাপারটাকে খারিজ করে দেন যে তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বিশ্বাস করেন না এবং সাথে যোগ করেন যে, "কবিতা ছাড়া অন্য কোনো কিছুই তাৎক্ষণিক উপলব্ধি ও দূরদৃষ্টির সহজাত ক্ষমতা থেকে উৎসারিত নয়।"

কবিতার ক্ষমতা সম্বন্ধে নেরুদার যে আস্থা তার কারণ এই নয় যে তিনি হাজার হাজার কবিতা লিখেছেন। বরং তার এই বিশ্বাসের কারণ হচ্ছে অতি সাধারণ মানুষ তার কবিতার তারিফ করেছেন। তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন— "যখন আমি আমার প্রথম বইটা লিখেছিলাম সে সময় কখনোই আমার মনে হয়নি যে আগত বছরগুলোতে আমি নিজেকে দেখাবো যে আমি বিভিন্ন স্কোয়ারে, রাস্তায়, কারখানায়, লেকচার হলে, নাট্যমঞ্চে এবং উদ্যানগুলোতে নিজের কবিতা পাঠ করছি। বস্তুত,

আমি চিলের প্রতিটি কোনায় কোনায় গিয়েছি আমার স্বদেশবাসীর মধ্যে বীজ ছড়ানোর মতো করে আমার কবিতাগুলো ছড়িয়ে দিতে।"

মানুষের সঙ্গে কবির নৈকট্যকে আন্তোনিও স্কারমেতা তার উপন্যাস— 'এল কারতেরো দে নেরুদা' (নেরুদার পিওন) উপন্যাসে চমৎকারভাবে চিত্রিত করেছেন। যেখানে কবি মারিও নামে এক পিওনকে তালিম দিয়ে কবিতে রূপান্তরিত করে দিয়েছেন। যাতে সে কেমনভাবে তার প্রেমিকাকে উৎসর্গ করার জন্য কবিতা রচনা করবে। এই শিক্ষণ পদ্ধতির মধ্য দিয়ে পিওন এক বিপ্লবীতেও পরিণত হয়েছেন এবং সে বিভিন্ন বিদ্রোহাত্মক কাজকর্মে অংশগ্রহণ করেছে। আমি এই কাল্পনিক গল্পটার অবতারণা করেছি এটা বোঝানোর জন্য যে বিশ্বসাহিত্যে খুব অল্পই কিছু উদাহরণ আছে যে কবি বা লেখকের সাহিত্য ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রভাব আছে।

নেফাতালি রিকার্দো বাসোয়ালতো (১৯০৪-১৯৭৩), যিনি পাবলো নেরুদা নামে সর্বজনের কাছে পরিচিত, তিনি ঊনসত্তর বছর জীবিত ছিলেন, যার মধ্যে পঞ্চান্ন বছর ধরে কাব্যচর্চা করেছিলেন। এভাবেই সৃষ্টি করেছিলেন হাজার হাজার কবিতা এবং গদ্যতে লেখা অসংখ্য পৃষ্ঠা। নেরুদার পিতা-মাতা খুবই সাধারণ পরিবার থেকে এসেছিলেন। তাঁরা তেমুকা নামে একটা ছোট্ট শহরে বাস করতেন। কবির শৈশবের সমস্ত স্মৃতি এই প্রাদেশিক শহরকে ঘিরেই। এই ছোট্ট শহরটার সমৃদ্ধ নিসর্গদৃশ্য কোনো সামাজিক বা ধর্মীয় প্রথার দ্বারা বা তথাকথিত 'সভ্যতা কেন্দ্রিক উন্নয়নে'র দ্বারা প্রভাবিত নয়। এর ফলে তার কবিতায় শিল্প সাহিত্য সম্বন্ধে হরেকরকমের শহুরে তত্ত্বকথা বা মতবাদ অনুপস্থিত। একমাত্র তার পারিপার্শ্বের প্রকৃতির অত্যাশ্চর্য প্রভাবই তার কবিতায় উপস্থিত। তিনি লিখেছেন— "আমি আমার শৈশবের দিনগুলি ও বছরগুলির কথা বলেই আমার কথা শুরু করব। তখন আমার কাছে বৃষ্টির উপস্থিতিটা ছিল, না ভুলে যাওয়া একটি ঘটনা। দক্ষিণের বিশাল বৃষ্টি। যেন মেরু অঞ্চল থেকে এক বিশাল জলপ্রপাত নেমে আসছে। নেমে আসছে দক্ষিণ চিলের ওরনোস দ্বীপের পাথুরে উচ্চভূমির আকাশ থেকে বিশাল জলপ্রপাত। নেমে আসছে কেপ হর্নের আকাশ থেকে সীমান্ত বরাবর।"

সম্ভবত আত্যাশ্চর্য পরিপার্শ্ব এবং প্রকৃতির বিস্ময়কর কাণ্ডকারখানা আবিষ্কারই নেরুদার মধ্যে এক কবির জন্মের উপযুক্ত বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিল। তেরো বছর বয়সে নেরুদা প্রথম কবিতাটি লিখেছিলেন। কিন্তু ষোলো বছর বয়েসে যখন তাকে তেমুকা ছেড়ে সান্তিয়াগো যেতে হল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা সম্পূর্ণ করার জন্য তখন সেখানে শহুরে জীবনের হইচই-এর মধ্যে নিজেকে বড়ো নিঃসঙ্গ বলে তার মনে হত, যাই হোক কবিতাই তাকে সঙ্গ দিত। তিনি পাহাড় থেকে নেমে আসা

হিমবাহের মতো তার কবিতা প্রকাশ করতে লাগলেন। ১৯২৩ সালে প্রকাশিত হল 'ক্রেপুসকুলারিও(গোধূলী)', ১৯২৪ এ 'কুড়িটা প্রেমের কবিতা একটি হতাশ গান'। এর পরে তাকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি।

প্রায় একথা বলা হয় যে নেরুদা ছিলেন এক নিঃসঙ্গ ব্যক্তি এবং তিনি তার কবিতাগুলো জগৎসংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে লিখেছিলেন। এরকম বলার কারণ তিনি তার জীবনের বিভিন্ন পর্বে এক বিশাল একাকিত্বের মধ্যে কাটিয়েছেন। প্রথমে তেমুকোতে এরপর রাষ্ট্রদূত হিসেবে দূর প্রাচ্যে, যেখানে ধারাবাহিক ভাবে তার রচনা 'পৃথিবীর বাসস্থান' (১৯৩৩-৪৭) রচিত হয়েছে। এর পরে বহুদিন ধরে গোপন কার্যকলাপ এবং নির্বাসন। যদিও আমি এর বিপরীতটাই বলতে চাই। তার জীবনে এবং তার কবিতা-সমূহ হল এক বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির গল্প যিনি সচেতন ভাবে তার নিঃসঙ্গতার গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করেছিলেন। যত বছর গড়াতে লাগল তত তিনি অফুরন্ত বন্ধু সান্নিধ্য লাভ করলেন। নেরুদার আজীবনের বন্ধু এবং কমরেড ভি. তেইতেলবোয়াম লিখছেন— "নিঃসঙ্গতা নেরুদাকে ভারাক্রান্ত করেছিল। সেই কারণেই তিনি দক্ষিণ থেকে উত্তরে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। তিনি বৃষ্টিস্নাত অঞ্চল থেকে বেরিয়ে গিয়ে চলে গিয়েছেন সূর্যস্নাত অঞ্চলে পৃথিবীর কবিতার সন্ধানে, প্রেম এবং বন্ধুত্বের সন্ধানে।এসবই তিনি করেছেন তার একাকিত্ব -কে ঝেড়ে ফেলতে এবং অন্যদের সঙ্গে তার হৃদয়ের অফুরন্ত ভালোবাসাকে ভাগ করে নিতে।" এত কিছু সত্ত্বেও পাঁচ বছর ধরে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে তার খাপছাড়া ও অদ্ভুত জীবনযাপন তার ওপর দাগ রেখে গিয়েছিল। সম্ভবত সেটাই ছিল একমাত্র সময় যখন আমরা কবিকে দেখেছিলাম বিষণ্ণ, দেখেছিলাম এক অস্তিত্ববাদী জীবনচারণে আত্মমগ্ন। রেঙ্গুন থেকে তিনি তার বন্ধু হেক্টর ইয়ান্দিকে লিখেছেন—

'এখানে স্তূপীকৃত রয়েছে একই ধরনের বৈচিত্র্যহীন আমার কবিতারাজি। যেগুলো প্রায় সর্বাংশে আনুষ্ঠানিক এবং বিশাল রহস্য ও দুঃখে আবৃত।'

নেরুদা এমন এক কবি ছিলেন যার মধ্যে সবসময়ই আত্ম-সমালোচনা ও আত্মদর্শন-এর এক মহান বোধ জাগ্রত ছিল। তিনি নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে তার পূর্বের মতামতকে ফেলে দিতে বা বাতিল করতে কখনোই দ্বিধা করতেন না, সাথে সাথে নতুন মতকে উপস্থাপিত করতেও দ্বিধাহীন ছিলেন। এটা এমন একটা বিষয় ছিল যা নেরুদার ব্যক্তিত্ব এবং লেখায় মৌলিক পরিবর্তনে সাহায্য করেছে। এই কারণেই সমালোচকরা বারবার নেরুদাকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন।

একটি সত্তা হল একজন কবি যিনি তার অঙ্গীকার থেকে রাজনৈতিক কবিতা লিখেছেন। অন্য সত্তাটি 'অন্য' জাতের কবিতা লিখেছেন। যাইহোক আমি এই জাতীয়

সূত্রায়ণের সাথে মতানৈক্য পোষণ করি না। যদিও প্রায়ই বলা হয় যে রাজনীতি কেবলমাত্র মানুষের একটি সত্তা। আমার মতে এর সাথে এটা যোগ করা দরকার যে এই মাত্রাটি ছাড়া কোনো মানবীয় অভিজ্ঞতাই থাকতে পারে না। অর্থাৎ এই প্রকার বিভাজনের অর্থ যা-কিছু মানবিক তাকে অস্বীকার করা। তিনি যুদ্ধ বিষয়ক লেখা লিখেছেন, তেমনই লিখেছেন যন্ত্র নিয়ে। লিখেছেন শহরকে নিয়ে, মানুষের ঘরবাড়ি নিয়ে, প্রেম নিয়ে, মদ নিয়ে, মৃত্যু নিয়ে এবং স্বাধীনতা নিয়ে। সেই কারণে তার নৈতিকতার থেকে তার নান্দনিকবোধকে আলাদা করার অর্থ মানুষটাকে তার কবিতা থেকেই বিচ্ছিন্ন করা। নেরুদা মনে করতেন যারা রাজনৈতিক কবিতার সাথে অন্যান্য কবিতাকে পৃথক করতে চায় তারা হচ্ছে কবিতার শত্রু। কবির এই ধরনের সিদ্ধান্তে আসার পেছনে কাজ করছে তার গভীরভাবে অনুভূত নিজস্ব অভিজ্ঞতারাজি।

১৯৩৬ সালে স্পেনে গৃহযুদ্ধ শুরু হতে স্পেনের সাধারণ মানুষ যখন ফ্যাসিস্ট ক্ষমতার বিরুদ্ধে এক বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ গড়ে তোলেন তখন নেরুদা উদাসীন থাকতে পারেননি। তিনি এই লড়াইয়ের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে নিয়েছিলেন। প্রথমে একজন রাষ্ট্রদূত হিসাবে যে সমস্ত মানুষের জীবন বিপন্ন হয়েছিল, তাদের স্পেন থেকে দেশান্তরে যেতে সাহায্য করেন। তার এই কাজের জন্য তাকে তার পদ থেকে অপসারিত করা হয়। তারপর তিনি এক অন্যতম প্রতিবাদী কবি হিসাবে পরিচিত হলেন। সেসময় স্পেনে যে-সমস্ত নিষ্ঠুর ঘটনাগুলো সংঘটিত হচ্ছিল তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেন। এই সময়পর্বে তিনি মাদ্রিদে একদল কবির সাহচর্য লাভ করলেন যারা সাধারণ মানুষের সাথে এক বিশেষ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। এরা হলেন লোরকা, আলবের্তি, মিগেল এরনানদেস, লুইস বেনরনুদা, লেওন ফেলিপে এবং অন্যান্যরা। এই কবিরাই বস্তুত তাকে রাজনীতিতে দীক্ষিত করেছিলেন। তার সাথে বন্ধুত্ব ছিল রাফায়েল আলবের্তি, যার বাড়িতে ফ্যাসিস্টরা আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল, ১৯৩৪ সালে নেরুদার সাথে লোরকারও বন্ধুত্ব ছিল, যাকে ১৯৩৬ সালে গৃহযুদ্ধ শুরু হবার অব্যবহিত পরেই খুন করা হয়।

এ সমস্তই প্রতিফলিত হয়েছে ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত নেরুদার কবিতা সংকলন 'আমার হৃদয়ে স্পেন' কাব্য সংকলনে। স্প্যানিস সৈন্যবাহিনীর নারকীয় অত্যাচার প্রত্যক্ষ করে নেরুদা তাঁর বিখ্যাত কবিতাটি রচনা করলেন— 'আমি কিছু জিনিস ব্যাখ্যা করছি।' কিছু স্তবক এখানে উল্লেখ করা যাক:

তুমি জানতে চেয়েছো
কোথায় সেই লাইলাক ফুলের সম্ভার
আর আফিন পাপড়ির রূপক চারণ

বিবেচনা করা হয়। ১৯৪৫ সালে চিলের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন এবং একই বছরে তিনি সেনেটর হিসেবে নির্বাচিত হন। এর ফলে তার সঙ্গে চিলের শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের ঘনিষ্টতা ক্রমশ বেড়ে চলে, সাথে সাথে বেড়ে চলে ক্ষমতাসীন অভিজাতদের বিরুদ্ধে তার সমালোচনাও। স্বাভাবিকভাবেই তার এই সমালোচনাগুলো তাকে গ্রেপ্তার হবার ও হুমকির সম্মুখীন করে এবং তিনি আত্মগোপন করতে বাধ্য হন। প্রায়ই শ্রমিকরা তাকে আশ্রয় দিতেন এবং তাকে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে পালিয়ে বেড়াতে হত। এই কারণেই কান্তো হেনেরালের অনেক বিভাগই শ্রমিক ও কৃষকদের উৎসর্গ করা হয়েছিল। যাদের ঘর-গেরস্থালি এবং তাদের অভিজ্ঞতা কবি অসংখ্যবার ব্যবহার করেছিলেন। এই কবিতাগুলো পাঠ করার সময় যে কেউই অনুভব করবেন যে এই মানুষগুলোই তাদের স্বরগুলো যেন কবিতায় ঋণ হিসেবে দিয়েছেন। এই কবিতাগুলোর মধ্য দিয়ে নেরুদা বর্ণনা করেছেন কেমনভাবে তার স্বদেশবাসী প্রথমে বিদেশি দখলদারদের দ্বারা নির্যাতিত এবং শোষিত হয়েছে, তা এখানে রয়েছে কবির আত্মজীবনীমুলক ব্যাখ্যা-সহ।

কান্তো হেনেরাল, নিঃসন্দেহে নেরুদার মতাদর্শগত অঙ্গীকার এবং শৈল্পিক নৈপুন্য উভয়েরই এক সর্বোত্তম বহিঃপ্রকাশ। কান্তো হেনারেল হচ্ছে নেরুদা যে যে বিষয়ের জন্য সমাদৃত তার এক উদাহরণ। 'মাচ্চু পিকচু', 'চিলের আবিষ্কারকগণ', 'মেগেইয়ানের হৃদয়', 'পশুটা'— এগুলোই তাকে এক সত্যদ্রষ্টা কবি হিসেবে উপস্থাপিত করেছে। যার কাছে কবিতা নিজেই ছিল লক্ষ এবং বিষয় নিরপেক্ষ— কবিতা হচ্ছে সংযোগ স্থাপনের একটা মাধ্যম এবং বার্তাপ্রদানকারী। সেজন্যই তিনি একজন আনুষ্ঠানিকতা সর্বস্ব কবি নন, যারা শব্দচয়নের প্যাঁচে সবকিছু গুলিয়ে ফেলেন। নেরুদার বার্তাগুলো শুধুমাত্র পার্থিব বাস্তবতাকেই তুলে ধরেনি বরং কেমনভাবে এই বাস্তবতাকে অনুভব করতে হয় তার কথাও বলেছেন। কান্ত হেনেরালের প্রেক্ষিতে এটা প্রায়শই বলা হয়ে থাকে যে কবিতায় দুটি পরস্পরবিরোধী ধারা, পুরাণ এবং ইতিহাস এই কবিতাগুলির কাঠামো গঠনের প্রধান উপাদান।

প্রথমটি অনুসারে জগৎকে একটি চিরস্থায়ী সত্তা হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছে পৌরানিক, সাবেকি ও আদিম কল্পদৃশ্যে এবং তাকে বর্ণনা করা হয়েছে রূপালঙ্কার এবং আলংকারিক বা দ্ব্যর্থক ভাষায়। দ্বিতীয়টিকে উপস্থাপিত করা হয়েছে একটি ঐতিহাসিক, সামাজিক, প্রগতিশীল জগৎ হিসেবে, একটি বস্তুনিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে স্পষ্ট ও সরল একটি ভাষায়। পৌরানিক— পরোক্ষ উপমা সম্বলিত কান্ত হেনেরালের কবিতাগুলি মনে হয় মানুষের অন্ধকার চেতনলোকের এক উন্মোচন। অন্যধারে লড়াকু, বিবৃতিমূলক কবিতাগুলি। নেরুদার কাব্য তাত্ত্বিক এবং জনশিক্ষা বিষয়ক

বিষয়বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত, যেখানে আমেরিকার কালানুক্রমিক ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। কান্তো হেনারেল সম্বন্ধে বলতে গিয়ে সলউল কিয়েভিচ যেমন বলেছেন—"কান্তো হেনেরাল-এ এমন কবিতা রয়েছে যা গভীর ন্যায়বোধকে উন্মোচিত করে এবং পরিণত হয় এক আবেগদীপ্ত কবিতায় যার স্পষ্ট গতি হচ্ছে অন্ধকারের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা, প্রবেশ করা গভীরতম জটপাকানো অঞ্চলে যেটা আনুষ্ঠানিক পূর্ব, বাচিক ভাষার পূর্ব অথবা নিদেনপক্ষে কথা বলার পূর্ব অবস্থা যেটা নেরুদা তার বহু লেখায় তুলে ধরেছেন।

"অন্য ধারে লড়াই-সংগ্রামের স্মারক হিসেবে লিখিত কবিতাগুলি রাজনৈতিক, মতাদর্শিক এবং শিক্ষা দানের ইচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যেটা তাকে প্রণোদিত করেছিল আমেরিকার একটা ইতিহাস পঞ্জি লিখতে যাতে তার মহানুভবতাকে গৌরবান্বিত করা যায়; তার কলঙ্ককে করা যায় নিন্দা। তাকে প্রণোদিত করেছিল উৎপীড়ক ও স্বাধীনতাকামীদের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামকে এই সংকলনে লিপিবদ্ধ করতে।" মাচ্চু পিকচুর শিখর, এবং এই সংকলনের অন্যান্য অনেক কান্ত (সঙ্গীত) হচ্ছে এই দুটি বিষয়ের এক চিত্তাকর্ষক সংযুক্তি। উদাহরণস্বরূপ এগারো নম্বর কান্তোর প্রথম পর্বকে বিবৃত করা যেতে পারে অন্ধকার যুগের অতলস্পর্শী খাদ থেকে উত্থিত যেখানে পরবর্তী অংশটা হল সাম্প্রতিক ইতিহাসে অবগাহন।

রকমারি বিশৃঙ্খলার ভিতর দিয়ে
পাথর স্তব্ধ রাতের ভিতরে
আমার হাতকে ডুবিয়ে দাও
আর দাগিয়ে তোলো সহস্র বছর অবরুদ্ধ
বেহেতারিন পাখিটিকে
আর সেই পুরনো ভুলে যাওয়া মানুষের মন

ভুলতে দাও সাত সমুদ্রের থেকে
সমুদ্রের কণ্ঠস্বরের মতো দ্বীপগুলির থেকে
দীর্ঘতর মুখকে
আমি ডুব দেব তোমার মধ্যে
আর হাঁকুপাকু করে উঠে আসব
তোমার জলের প্রশাখা গোপন ধরে
দুর্বোধ্য সত্যের সন্ধানে
ভেসে আসা কালো ঘূর্ণি বাতাসে

যে দেহগুলি রাত ও বৃষ্টি দগ্ধ করেছে
যারা প্রস্তরপ্রতিমার ভারে অবসন্ন

হুয়ান, পাথর ভাঙো, ভিরুকোচার ছেলে
হুয়ান, শীতল উদর, সবুজ তারার উত্তরাধিকারী
হুয়ান, খালি পা, তুর্কি সৌভাগ্য পাথরের নাতি
আমার সঙ্গে জন্মদিনে, ভাইসব

একটি সঙ্গীতের মধ্যে বা ভিন্ন ভিন্ন সঙ্গীতের মধ্যে একটাকে দিয়ে অন্যটাকে বদলে ফেলাটা মনে হয় একটা ঐতিহাসিক বাস্তবতা এবং তার সঙ্গে সৃষ্টিতত্ত্বের কল্পিত গল্পের অবতারণার উদ্দেশ্যে দুটির মধ্যে একটা বোঝাপড়ার প্রচেষ্টা। যদিও দুটি বিপরীতের মধ্যে মিলমিশ করাটা খুব সহজ কাজ নয়। অতিকথামূলক গল্প কাহিনি ফিরে আসার জন্য লড়াই করে, অতীতে ফিরে যায়, ফিরে যায় তার উৎসে, তার পুরাতন গৌরবগাথা ফিরে পাবার জন্য। কিন্তু অবধারিত ভাবে এটা প্রাকৃতিক ও রূপকথার সময়বৃত্তে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং চায় এক শাশ্বত প্রত্যাবর্তনের। কিন্তু স্বভাবতই সেটা কবি যা বলতে চেয়েছেন তার বিপরীত হয়ে ওঠে। যেখানে অন্য দিকের বস্তুবাদী ব্যাখ্যাটা আগামী দিন, প্রগতি, উন্নয়ন এবং বিজয়ের কথা বলে। 'চিলের আবিষ্কারকগণ' কবিতায় আমরা পড়ি:

রাত্রি, তুষার আর কালি
সৃষ্টি করেছে আমার শীর্ণ দেশটিকে
তার সমুদ্রতটে অখণ্ড নিরবতা
শ্মশ্রুর মতন ফেনিল সাদা
রহস্যময় চুম্বনের মতো কয়লা ঢাকা
সোনার চিঙ্গারি ঝলসায় আঙুলে
আর সবুজ চাঁদের রূপো
বিষণ্ণ গ্রহের ছায়ার মতো ঘন

উভয়ের মধ্যে একটা বোঝাপড়ার লক্ষে কবি একজন মধ্যস্থকারীর ভূমিকার কাজ করেছেন। তিনি হচ্ছেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি শত শত বৎসর ধরে লোক চক্ষুর অন্তরালে থাকা নিশ্চুপ পাথরের অর্থ উদ্ধার করেছিলেন। তিনি নিজস্ব মতামত উপস্থাপিত করার জন্য এই পর্বের কবিতাগুলিকে আরো বেশি বর্ণনামূলক করেছেন।

তিনি এখানে শ্লেষ, বিবাদ-বিতর্ক, বিলাপ অথবা উচ্ছ্বাস ব্যবহার করেছেন। সে-কারণে অধিকাংশ সঙ্গীতেই আমরা তাকে একজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী হিসেবে পেয়েছি। 'আমি' এই শব্দটি এখানে এত সোচ্চার উচ্চারিত হয়েছে যাতে মনে হয় তিনি নিজেই সমস্ত কিছুকে স্পর্শ করেছেন, তাদের গন্ধ নিয়েছেন এবং যা যা বর্ণিত হচ্ছে তাদের সবকিছুই তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন।

যাইহোক কবিতাকে এখানে ব্যক্তিরূপ প্রদান করাটা ছিল এক সচেতন প্রয়াস যাতে কবিতাকে আরো বেশি চিত্তাকর্ষক, উচ্ছ্বল এবং আবেগ সঞ্চারী করা যায় এবং যার লক্ষ্য ছিল নিজ মহাদেশের মানুষজন। এভাবে তার প্রতিবেশি মানুষজনকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে নিজের ঘাড়ে শিক্ষকের দায়িত্ব তুলে নিয়েছিলেন।

কান্তো হেনেরালের পরবর্তী পর্যায়ে তিনি তার ব্যবহৃত ভাষা সম্বন্ধে আরো বেশি সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। সাথে সাথে সংযোগের মাধ্যম হিসাবে ভাষার স্বচ্ছতা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। এর কারণ তিনি বুঝেছিলেন একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে তাকে আমজনতার সঙ্গে সম্পর্কিত হতে হবে, যারা নিরক্ষর ও যাদের কাছে অনেক কিছুই অজানা। তার এই প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে ১৯৫৭ সালে রচিত হল 'এলিমেন্টাল ওডস' (প্রাথমিক গীতি কবিতা), যেগুলো ছোটো ছোটো পংক্তিতে রচিত। যেগুলো অন্যান্য কাব্য সংকলনের দীর্ঘ, বর্ণনামূলক, দ্ব্যর্থক কবিতাগুলোর থেকে এক মৌলিক পশ্চাদপসারণ। কান্ত হেনেরাল-সহ অন্যান্য কবিতার তুলনায় যেখানে প্রকৃতি স্মৃতিসৌধ এবং অতীত ইতিহাস ছিল আলোচ্য বিষয় সেখানে এই গীতিকবিতাগুলো সাধারণ মানুষ এবং সাধারণ বিষয়ের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি।

নেরুদা সর্বদাই সাধারণ মানুষ ও মনুষ্যোচিত অবস্থার প্রতি দায়বদ্ধ। তিনি সাহিত্য কোনো জনমানবহীন পতিত জমির ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন না। নেরুদা লিখিত প্রতিটি কবিতার বইয়ের অর্থ এক নবদিগন্তের আরম্ভ সাথে সাথে এক অসাধারণ সমাপ্তি। তার স্মৃতিকথায় তিনি লিখেছেন— "আমার কবিতা এবং আমার জীবন এক আমেরিকান নদীর মতো বহমান। সেগুলো দক্ষিণের পাহাড়ের কন্দরে লুকিয়ে থাকা অগ্রসরমান চিলের এক খরস্রোতা নদীর মতো, যা বিরতিহীন ভাবে তার স্রোতকে সমুদ্রের দিকে ঠেলছে। আমার কবিতা তার গতিপথে যা পেয়েছে তার কোনোটাকেই প্রত্যাখ্যান করেনি, তাকে বয়ে নিয়ে চলেছে। এবং স্বীকৃতি দিয়েছে আবেগকে, রহস্যকে করেছে উন্মোচিত এবং সর্বোপরি মানুষের হৃদয়ে তা অনুরণন জাগিয়েছে।

ভালোবাসতে গিয়ে এবং গান গাইতে গিয়ে আমাকে সংগ্রাম করতে হয়েছিল, হয়েছিল যন্ত্রণা ভোগ করতে। আমি আমার জয়-পরাজয়ের জাগতিক ভাগ পেয়ে গেছি, আমি শোণিত এবং রুটি দুটোরই স্বাদ পেয়েছি। এর থেকে আর কি বেশি

একজন কবি আকাঙ্ক্ষা করে! এবং সমস্ত পছন্দগুলো, অশ্রুগুলো বা চম্বুনগুলো, একাকিত্ব অথবা মানুষের সৌভ্রাতৃত্ব আমার কবিতায় জাগ্রত আছে এবং এগুলো হল আমার কবিতার অপরিহার্য অংশ। এর কারণ আমি আমার কবিতার জন্য বেঁচে আছি এবং যা কিছুর জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছি তাকেই আমার কবিতা পুষ্ট করেছে।

পাবলো নেরুদা তার জীবনের শেষদিন ১৯৭৩ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত লিখে গিয়েছেন। তার মৃত্যুর ন'দিন পূর্বে ফ্যাসিস্ট ক্যু-এর বাহাত্তর ঘণ্টা পরে নেরুদা তার স্মৃতিকথার শেষ অধ্যায়টা লিখতে শুরু করেন। এখানে তিনি ক্যু বা ফ্যাসিস্ট অভ্যুত্থানকে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন চিলের জনগণের বিরুদ্ধে গোপনে সংঘটিত এক অপরাধমূলক আকস্মিক অভ্যুত্থান। আমরা জানি তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াটা পরিবর্তিত হয়েছিল সান্তিয়াগোর মিলিটারি একনায়কের বিরুদ্ধে প্রথম বিশাল প্রতিবাদ সভায়।

নেরুদা ও তাঁর কবিতার ক্ষমতা, ফ্যাসিজম এবং শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। তাঁকে এখন মনে রাখি যেহেতু চিলের জনগণের ভাষাই ছিল নেরুদার কবিতা।

পাবলো নেরুদা: কালপঞ্জী

☐ ১৯০৪: নেফতালি রির্কাদো রেইয়েস বাসোয়ালতো (পাবলো নেরুদা) ১২ জুলাই চিলের পাররালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন দোনিয়া রোসা বাসোয়ালতো দে রেইয়েস এবং দোন হোসে দেল কারমেন রেইয়েস মোরালেস-এর পুত্র। দোনিয়া রোসা বাসোয়ালতো আগষ্ট মাসে প্রয়াত হন।

☐ ১৯০৬ : দোন হোসে দেল কারমেন তার পুত্রকে নিয়ে তেমুকোতে চলে যান এবং পুনরায় বিবাহ করেন। তাঁর দ্বিতীয় পত্নী দোনিয়া ত্রিনিদাদ কান্দিয়া মারভেরদে।

☐ ১৯১০ : পাবলো নেরুদা তেমুকোর বালকদের স্কুলে ভর্তি হন এবং ঐ স্কুলে তিনি ১৯২০ সাল পর্যন্ত কলা বিভাগে ষষ্ঠ বর্ষের লেখাপড়া সমাপ্ত করা পর্যন্ত ছিলেন।

☐ ১৯১৭, জুলাই ১৮ : তেমুকোর সংবাদপত্র 'লা মানিয়ানাতে (প্রভাত) প্রকাশিত হয় একটি প্রতিবেদন, 'এনতুসিয়াসমেই পেরসেবেরানসিয়া' (আগ্রহ এবং অধ্যাবসায়) এই প্রতিবেদনটি নেফতালি রেইয়েস-এর সাক্ষরিত ছিল। এটাই ছিল কবির প্রথম প্রকাশিত লেখা।

☐ ১৯১৮ : সান্তিয়াগোর ম্যাগাজিন কোর্‌রে-বুয়েলা (সংখ্যা ৫৬৬), (*) নেফতালি রেইয়েস সাক্ষরিত কবিতা মিস ওহোস (আমার চক্ষুদ্বয়) প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ বছরেই আরো তিনটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। অন্যগুলো প্রকাশিত হয়েছিল

তেমুকোর স্টুডেন্ট রিভিউতে।

☐ ১৯১৯ : কোর্‌রে-বুয়েলায় তেরোটি কবিতা প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন ছদ্মনামে তেমুকো থেকে প্রকাশিত সেলভা আউসত্রাল (দক্ষিণের জঙ্গল) পত্রিকায় প্রকাশিত হয় চিইয়ান এবং বালদিবিয়ায় সমালোচনার জন্য। তিনি মাউলের 'পুষ্পশোভিত কবিতা প্রতিযোগিতায় তার 'নোকতুরনো ইদেয়াল' (রাত্রিকালীন স্বপ্ন) কবিতাটি নিয়ে অংশগ্রহণ করেন এবং তৃতীয় পুরস্কার অর্জন করেন।

☐ ১৯২০ : ছদ্মনাম পাবলো নেরুদা গ্রহণ। ২৮ শে নভেম্বর, তেমুকোর বসন্ত উৎসবে প্রথম পুরস্কার। এই একই বছরে তিনি তেমুকোয় তার স্কুলের আতেনেও লিতেলারিও'র (সাহিত্য সমিতি) সভাপতি হন এবং কাউতিনে ছাত্র সংগঠনের কার্যকরী সম্পাদক হন। তিনি দুটি পুস্তক লিখেছিলেন— 'লাস ইনসুলাস এক্সট্রানিয়াস' (অদ্ভুত দ্বীপগুলি) এবং 'লোস কানসানসিওস ইনউতুলেস' (অপ্রয়োজনীয় অবসাদ), যেগুলি কোনোদিনই প্রকাশিত হয়নি। এই কবিতার অংশ বিশেষ 'ক্রেপুসকুলারিও'-তে (গোধূলি) কাব্যে পাওয়া যায়।

☐ ১৯২১ : শিক্ষক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফরাসি ভাষার অধ্যাপক হিসেবে নিজেকে প্রস্তুত করার জন্য পাঠ নিতে সান্তিয়াগো গমন।

১৪ অক্টোবর, 'লা কানসিওন দে লা ফিয়েস্তা' (উৎসবের জন্য সঙ্গীত) কবিতা লেখার জন্য চিলের ছাত্র ফেডারেশনের প্রথম পুরস্কার। ছাত্র ফেডারেশনের পত্রিকা 'হবেনতুদ'-এ 'যৌবন' কবিতাটি প্রকাশিত হয়।

☐ ১৯২২ : ছাত্র ফেডারেশনের আনুষ্ঠানিক মুখপত্র 'ক্লারিদাদ'-এ (আলো) পর্যালোচনা বিষয়ক লেখা।

২৪ শে আগষ্ট, ভেরমিয়া সাহিত্য গোষ্ঠী কবি হোয়াকিন সিফুয়েন্তেস, এর্‌রে মোনেসতিয়ের, আলবের্তো রোহাস হিমেনেস এবং পাবলো নেরুদার কবিতা পাঠের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

☐ ১৯২২, অক্টোবর : মোনতেবিদেও রিভিয়্যু— 'লোস তিয়েমপোস' (সময়) নবীন কবিদের জন্য একটি সংখ্যা প্রকাশ করে। নেরুদা এতে অন্তর্ভুক্ত হন।

☐ ১৯২৩, আগস্ট : গোধূলির পুঁথি বা 'ক্রেপুসকুলারিও' প্রকাশ করে এদিসি-ওনেস ক্লারিদাদ (উজ্জ্বল সংস্করণ) আলিরো ওইয়ারসুন কর্তৃক সম্পাদিত দিওনিসিওস পত্রিকায় নেরুদার চারটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। শেষ তিনটি কবিতা 'এল ওনদেরো এনতুসিয়েস্তা'য় (উৎসাহী নিক্ষেপকারী) অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। তবু ১৯৩৩ এর পূর্বে প্রকাশিত হয়নি। ১৯২৩ সালে ক্লারিদাদ-এ বিয়াল্লিশটি লেখা প্রকাশিত হয়। সমালোচনামূলক লেখাগুলো অন্য এক ছদ্মনামে (Sachha বা সাচকা) প্রকাশিত

হয়। ঐ বছরে প্রকাশিত কিছু কবিতা 'বেইনতে পোয়েমাস দে আমোর ই উনা কানসিওন দেসেসপেরাদা' (কুড়িটি প্রেমের কবিতা এবং একটি হতাশ গান) উদাহরণস্বরূপ কুড়ি সংখ্যক কবিতাটি, 'ত্রসতেসা আ লা ওরিইয়া দে লা নোচে' (রাত্রির কিনারায় দুঃখ), নভেম্বর ১৯২৪ সালে ক্লারিদাদ পত্রিকায় ১১৫ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

☐ ১৯২৪, জুন : 'নাস্‌সিমেনতো' প্রকাশ করেছিল 'কুড়িটা প্রেমের কবিতা ও একটি হতাশ গান'। সাথে সাথে প্রকাশিত হয়েছিল নেরুদার মনোনীত অনূদিত এবং ভূমিকাসহ 'পাহিনাস এসকোহিদাস দে আনাতোল ফ্রাঁস' (আনাতোলা ফ্রাঁসের নির্বাচিত পৃষ্ঠা)।

২০ আগস্ট, 'লা নাসিওন' (জাতি) পত্রিকায় নেরুদা চিঠি লিখেছিলেন কেমন ভাবে 'কুড়িটি কবিতা' তার কল্পনায় এসেছিল এবং তিনি সেগুলো লিখেছিলেন।

☐ ১৯২৫ : 'কাবাইয়ো দে বাসতোস' (দাবার ঘোড়া) পত্রিকার সম্পাদক হন। অসংখ্য সাহিত্য সংক্রান্ত প্রকাশনায়, যেমন আন্দামিওস (মঞ্চ), আলিবাবা, দিনামো (ডায়নামো), রেনোভাসিওন (সংস্কার) এবং সংবাদপত্র, (লা নাসিওন), (ক্লারিদাদ-১৩২ নং সংখ্যা) গালোপে মুয়ের্তো (মরণ দৌড়) কবিতাটি ছিল যেটি রেসিদেন্সিয়া এন লা তিয়েররা (পৃথিবীর বাসস্থান) এর গুরুত্বপূর্ণ কবিতা। নাস্‌সিমেন্‌তোতে প্রকাশিত হল 'তেনতাতিভা দেল ওমব্রে ইনফিনিতো' (অসীম মানুষের প্রচেষ্টা)।

☐ ১৯২৬ : 'আনিইয়োস' (anillos) বা আংটি এবং 'এল আবিতান্ত ই সু এসপেরানসা' (বাসিন্দা এবং তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা)। ক্রেপুসকুলারিওর দ্বিতীয় এবং সুস্পষ্ট সংস্করণ হুয়ান গান্দুলফো (নাসসিসিমিয়েন্তো)-কে উৎসর্গ করা হয়। ফরাসি থেকে রাইনার মারিয়া রিলকের 'মালতে লাউরিডস ব্রিগে নোটবুক'-এর অংশ বিশেষ ক্লারিদাদ এর ১৩৫ নং সংখ্যায় ভাষান্তরিত করে প্রকাশিত হয়। 'আতেনেয়া'র ৫ এবং ১০ নম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'দোলেনসিয়া' এবং 'তোরমেন্তাস' (অসুস্থতা এবং ঝড়) যেগুলি 'রেসিদেন্সিয়া এন লা তিযেররা', 'মাদ্রিগাল এসক্রিতো এন ইনভিয়েরনো' (শীতকালে লিখিত মাদ্রিগাল— মাদ্রিগাল এক ধরনের সঙ্গীত যা কোনো যন্ত্রাণুষঙ্গ ছাড়াই গাওয়া হয়) এবং 'ফানতাসমা' (ভূতপ্রেত)।

☐ ১৯২৭: বর্মার রেঙ্গুনে 'কনসাল এড ওনোরেম' (সাম্মানিক কনসাল) নিয়োজিত হন। ১৪ জুন বুয়েনোস আইরেস যাত্রার জন্য সান্তিয়াগো ছেড়ে যান। যেখান থেকে লিসবনে (পর্তুগালের একটি শহর) যাবার জন্য বাদেন (জার্মানির একটি শহর) যাবার জন্য প্লেনে চড়েন। তাঁর সঙ্গী ছিল আলবারো ইনোহোসা। ১৬ই জুলাই মাদ্রিদ পৌঁছান। ২০ শে জুলাই প্যারিস; তার পরে মার্সাই এবং সেখান থেকে রেঙ্গুন। জুলাইতেই সান্তিয়াগোর লা নাসিওন পত্রিকায় প্রথম দিনপঞ্জী প্রেরণ। যেটা

১৪ ই আগস্ট ওরা প্রকাশ করে। তার এই দিনপঞ্জি লা নাসিওন পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছিল 'এল সল' (সূর্য) এবং মাদ্রিদের 'রেভিস্তা দে ওকসিদেন্তে' (পাশ্চাত্যের পত্রিকা) পত্রিকায়।

☐ ১৯২৮ : শ্রীলঙ্কার কলোম্বোয় কনসাল।

☐ ১৯২৯ : কলকাতায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান।

☐ ১৯৩০ : জাভার বাতাভিয়ায় কনসাল।

৬ ডিসেম্বর, মারিয়া আন্তোনিয়েতা আহেনআর বোহেলসানস কে বিবাহ। 'গালোপে মুর্য়েতো, 'সেরেনাটা' (একটি প্রেম বিষয়ক সান্ধ্য সঙ্গীত) এবং 'কাবাইয়ো দে লোস সুয়েনোস' (স্বপ্নের ঘোড়া) প্রকাশিত হয়েছিল 'রেভিস্তা দে ওকসিদেন্তে' মার্চে। (সংখ্যা L XXXI)

☐ ১৯৩১ : সিঙ্গাপুরের কনসাল।

☐ ১৯৩২ : দু'মাসের ওপর সমুদ্র পথে চিলেতে প্রত্যাবর্তন।

জুলাই— 'বেইন্‌তে পোয়েমাস দে আমোর ই উনা কানসিওন দেসেসপেরাদা' দ্বিতীয় নির্ধারক সংস্করণ প্রকাশ।

☐ ১৯৩৩ :

২৪ শে জানুয়ারি, 'এল ওনদেরো এনতুসিয়েস্তা' (উৎসাহী নিক্ষেপকারী) র প্রথম সংস্করণ প্রকাশ সান্তিয়াগোর 'এমপ্রেসা লেতরা' (লেটার প্রেস) থেকে। 'বেইনতে পোয়েমাস দে আমোর ই উনা কানসিওন দেসেসপেরাদা (কুড়িটি প্রেমের কবিতা এবং একটি হতাশ গান) বুয়েনোস আইরেসের তোরের দ্বারা প্রকাশিত।

এপ্রিল— 'রেসিদেনসিয়া এন লা তিয়েররা' (১৯২৫-১৯৩১)-এর ডিলাক্স সংস্করণ নাসসিমেন্‌তো একশোটি পুস্তক প্রকাশ করে।

২৮ শে আগস্ট, বুয়েনোস আইরেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে আগমন।

১৩ ই অক্টোবর, পাবলো নেরুদা রোহাস পাস-এর বাড়িতে ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকার সঙ্গে সাক্ষাৎ।

☐ ১৯৩৪: ৫ ই মে, বারসেলোনায় রাষ্ট্রদূত হিসেবে যোগদানের জন্য যাত্রা। তার কন্যা মালবা মারিনা মাদ্রিদে ৪ ই অক্টোবর জন্মগ্রহণ করে।

৬ ই ডিসেম্বর, মাদ্রিদ বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা প্রদান ও কবিতা পাঠ। ফেদরিকো গার্সিয়া লোরকা তাকে শ্রোতৃমণ্ডলির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। উইলিয়মস ব্লেকের 'ভিসন অফ দি ডটারস্ অফ আলবিয়ন' এবং 'দি মেন্টাল ট্রাভেলার' মাদ্রিদের 'ক্রুস ই রাইয়া' (ক্রুস এবং রেখা) পত্রিকায় অনুবাদ এবং রিভিউ। মোরলা লিঞ্চের বাড়িতে ডেলিয়া দেল কাররিলের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

☐ ১৯৩৫, ফেব্রুয়ারি ৩ : রাষ্ট্রদূত হিসেবে মাদ্রিদ গমন। 'ওমেনাহে আ পাবলো নেরুদা দে লোস পোয়েতাস এসপাইনিওলেস' (এস্‌পানিয়ার কবিদের দ্বারা নেরুদাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি) মাদ্রিদের প্লুতারকো প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত।

কেভেদো-র 'সোনেতোস দে লা মুয়ের্তে' (মৃত্যুর সনেট) এবং 'পোয়েসিয়াস দে বিইয়ামেদিয়ানা' (বিইয়ামেদিয়ানার কবিতা) পুস্তক দুটি নেরুদা সম্পাদনা করেছিলেন এবং প্রকাশ করেছিল 'ক্রুস ই রাইয়া'

সেপ্টেম্বর ১৫, ক্রুস ই রাইয়ার 'রেসিদেনসিয়া এন লা তিয়েররার' (১৯২৫-১৯৩৫) সংস্করণ প্রকাশ।

অক্টোবর— পাবলো নেরুদার সম্পাদনায় 'কাবাইয়ো বেরদে পারা লা পোয়েসিয়া' (কবিতার জন্য সবুজ ঘোড়া) প্রকাশ।

☐ ১৯৩৬ : 'প্রিমেরোস পোয়েমাস দে আমোর' (ভালোবাসার প্রথম কবিতা -গুলি) এর মধ্যেকার ন'টা কবিতা নেওয়া হয়েছে, কুড়িটি প্রেমের কবিতা ও একটি হতাশ গান কাব্যগ্রন্থ থেকে)। এই পুস্তকটি মাদ্রিদের এরোয়ে প্রকাশনার থেকে প্রকাশিত।

জুলাই ১৮, স্প্যানিস সিভিল ওয়ারের শুরু। এর ঠিক এক মাস বাদে লোরকাকে খুন করা হয়। নেরুদা 'এসপাইনিয়া এন এল কোরাসোন' (হৃদয়ে স্পেন) এর জন্য কবিতা লেখা আরম্ভ করলেন। তাকে রাষ্ট্রদূতের পদ থেকে অপসারণ এবং তিনি প্রথমে বালেনসিয়া ও পরে প্যারিসে চলে যান।

নভেম্বর ৭— প্যারিসে ন্যান্সি কুনার্দের সঙ্গে ফরাসিতে প্রকাশ করলেন 'লে পোয়েত দু মঁদ দেফাঁদ ল্য পপ্‌ এসপানিয়োল' (বিশ্বের কবিরা স্পেনের জনগণের সমর্থনে)। মারিয়া আন্তোনিয়েতা আগেনারের সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয়।

☐ ১৯৩৭, ফেব্রুয়ারি : প্যারিসে ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকার ওপর বক্তৃতা।

এপ্রিল— সেসার বাইয়েহোর সাথে গঠন করেন 'হিসপানোআমেরিকানো দে আইউদা আ এসপাইনিয়া (স্পেনের সাহায্যে স্প্যানিস-আমেরিকাগণ), স্পেনের সাহায্যার্থে একটি লাতিন-আমেরিকান সংগঠন।

জুলাই ২, আমেরিকান জাতিগুলির কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এই কংগ্রেসে নেরুদা বক্তৃতা করেন, যেটি ফরাসিতে অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়।

অক্টোবর ১০, চিলেতে প্রত্যাবর্তন।

নভেম্বর ৭, প্রতিষ্ঠা করেন 'আলিয়ানসা দে ইনতেলেকতুয়ালেস দে চিলে পারা লা দেফেন্সা দে লা কুলতুরা (সংস্কৃতির রক্ষার্থে চিলের বুদ্ধিজীবীদের জোট)

নভেম্বর ১৩, এরসিইয়া কর্তৃক 'এসপাইনিয়া এন এল কোরাসোন' প্রকাশ।

☐ ১৯৩৮ : পরপর তিনটি 'এসপাইনিয়া এন এল কোরাসোন' সংস্করণ প্রকাশ। তার প্রায় সমস্ত পুস্তকের নতুন সংস্করণ চিলেতে এরসিয়া এবং বুয়েনোস আইরেসে 'তর' কর্তৃক প্রকাশিত।

৭ মে, তেমুকোয় নেরুদার পিতার মৃত্যু।

জুলাই— লুই আরগঁর ভূমিকা সম্বলিত 'এসপাইন অ্য কার', 'এসপাইনিয়া এন এল কোরাসোন' (হৃদয়ে স্পেন) প্রকাশিত।

আগস্ট— নেরুদা কর্তৃক সম্পাদিত 'আউরোরা দে চিলে' (চিলের প্রভাত) প্রকাশিত হয়।

১৮ আগস্ট তার বিমাতা, দোনিয়া ত্রিনিদাদ কান্দিয়ার তেমুকোতে জীবনাবসান।

অক্টোবর— পপুলার ফ্রন্টের প্রার্থী দোন পেদ্রো আগির্‌রে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জয়লাভ করেন। নেরুদা চিলের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান। স্প্যানিস গৃহযুদ্ধের উত্তুঙ্গ সময়ের মধ্যে বার্সেলোনা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে 'এসপাইনিয়া এন এল কোরাসোন' ছাপা হয়।

☐ ১৯৩৯ : স্প্যানিস উদ্বাস্তুদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের দায়িত্ব দিয়ে নেরুদাকে প্যারিসের প্রধান দপ্তরের রাষ্ট্রদূতের দায়িত্বে মোনতেবিদেও ঘুরে যান। সেখানে তিনি চিলের বুদ্ধিজীবীদের জোটের প্রতিনিধি হিসেবে আন্তর্জাতিক আমেরিকান কংগ্রেসে যোগ দেন।

এপ্রিল থেকে জুলাই পর্যন্ত স্প্যানিস উদ্বাস্তুদের নিয়ে সক্রিয়তা। কানাডার প্রাদেশিক রাজধানী উইনিপেগে এই উদ্বাস্তুদের মধ্যে কিছু মানুষকে চিলেতে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন। বছরের শেষে তারা চিলেতে পৌঁছান।

মে— নাসসিমেনতো প্রকাশনা থেকে 'লাস ফুরিয়াস ই লাস পেনাস' (ক্রোধ এবং দুঃখ) প্রকাশিত হয়। 'এসপাইনিয়া এন এল কোরাসোন'-এর রুশ সংস্করণ। মোনতেভিদিওতে এআইএপিই প্রকাশ করে নেরুদা এনত্রে নোসোত্রোস' (আমাদের মাঝে নেরুদা)। এইর পোয়েমাস (রেসিডেনসিয়া এন লা তিয়েররা থেকে কবিতা প্যারিসে জিএলএম সংস্করণে প্রকাশিত। এ ছাড়াও 'চিলে ওস আকোহে' (চিলে তোমাদের স্বাগত জানায়)

☐ ১৯৪০, জানুয়ারি: চিলেতে প্রত্যাবর্তন। কুড়িটি প্রেমের কবিতা ও একটি হতাশ গান এসপেরান্তো ভাষায় প্রকাশিত হয় আন্তর্জাতিক এসপেরানজিস্টদের উদ্যোগে। আমাদো আলোনসো'র 'পোয়েসিয়া ই এস্তিলো দে পাবলো নেরুদা' (পাবলো নেরুদার কবিতা ও শৈলী) প্রকাশিত। নেরুদা 'কান্তো হেনেরাল দে চিলে' লিখে যেতে লাগলেন। পরবর্তীকালে এটাই 'কান্তো হেনেরাল' (সাধারণ সঙ্গীত)

নামে পরিচিত হয়।

১৬ আগস্ট— মেহিকোতে নেরুদার আগমন, যেখানে তিনি কনসাল জেনারেল নামে পরিচিত হন।

☐ ১৯৪১ : তিনি লিখলেন, 'উন কান্তো পারা বলিভার' (বলিভারের জন্য একটি সঙ্গীত) যেটি 'উনিবের্সিদাদ নাসিওনাল আউতোনোমা দে মেহিকো' (মেহিকোর স্ব-শাসিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়) কর্তৃক প্রকাশিত হয়। নেরুদার গুয়াতেমালায় গমন।

অক্টোবর— মিচিওকান বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. ওনরিস কাউসার সঙ্গে সাক্ষাৎ।

ডিসেম্বর— কুয়েনভাকায় নাজিদের দ্বারা প্রহৃত। যার ফলে সমগ্র আমেরিকার শত শত বুদ্ধিজীবীর সমর্থন লাভ।

☐ ১৯৪২ : এপ্রিলে কুবা (কিউবা) গমন।

৩০ সেপ্টেম্বর,— 'কান্তো দে আমোর আ স্তালিনগ্রাদো' (স্তালিনগ্রাদের প্রতি ভালোবাসার সঙ্গীত) কবিতাটি প্রথম জনসমক্ষে পাঠ। এই কবিতাটি দিয়ে পোস্টার তৈরি করা হয় এবং সমগ্র মেহিকো শহরে তা টাঙানো হয়। বিভিন্ন সাহিত্যিক পর্যালোচনা প্রকাশ। 'আমেরিকা, নো ইনবোকো তু নোমব্রে এন ভানো' (আমেরিকা, আমি তোমার নাম ধরে প্রার্থনা করি না)। এটি কান্তো হেনেরালের অন্তর্ভূক্ত। নেরুদার কন্যা মালভা মারিনার মৃত্যু, ইউরোপে।

☐ ১৯৪৩ : 'নুয়েবা কান্তো দে আমোর আ স্তালিনগ্রাদো' (স্তালিনগ্রাদের প্রতি ভালোবাসার নতুন সঙ্গীত), মেহিকোতে প্রকাশিত হল ইউএসএসআর-এর বান্ধব সমাজ কর্তৃক। 'কান্তো হেনেরাল দে চিলে' একটি ব্যক্তিগত উদ্যোগে অ-বাণিজ্যিক সংস্করণ প্রকাশ। পেরুর লিমা থেকে প্রকাশিত হল 'কানতোস দে পাবলো নেরুদা' (পাবলো নেরুদার সঙ্গীতাবলি)। এটি প্রকাশিত হয় 'ও দেল ওমব্রে' (মানুষের সময়) এক প্রকাশনার পক্ষ থেকে। বোগোতো থেকে প্রকাশিত হল— 'সুস মেহোরেস পোয়েমাস' (তার প্রধান কবিতাগুলি) প্রকাশিত হল 'লিব্রেরিয়া সিগলো এক্স এক্স' প্রকাশনা থেকে। চিলেতে প্রকাশিত হল 'সেলেকসিওন' (নির্বাচিত), যেটি সম্পাদনা করলেন, 'আরতুরিও আলদুনাতে পিইপিস', প্রকাশক: 'নাসসিমেন্তো'।

ফেব্রুয়ারি— নেরুদা আমেরিকা গেলেন 'নাইটস অফ আমেরিকা' অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। সেখান থেকে মেহিকোয় ফিরে গেলেন।

আগষ্ট ২৭— দু'হাজার মানুষের জমায়েত থেকে নেরুদাকে বিদায়-সম্বর্ধনা জানানো হল।

সেপ্টেম্বর ১— চিলের উদ্দেশ্যে যাত্রা। প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলের দেশগুলো -র পাশ দিয়ে যাত্রা।

সেপ্টেম্বর ৩— পানামা। ৯ সেপ্টেম্বর কোলোমবিয়া, সেখানে নেরুদা রাষ্ট্রপতি লোপেসের সরকারের সম্মাননীয় অতিথি ছিলেন এবং মানিজালেসেরও সম্মাননীয় অতিথি ছিলেন। কালদাসে একটি 'পাবলো নেরুদা' নামাঙ্কিত বিদ্যালয় উদ্বোধন করেন।

অক্টোবর ২২— লিমা এবং কুসকো। যেখানে তিনি ইনকা সভ্যতার পূর্ববর্তী মাচু পিকচুর ধ্বংসাবশে, পরিদর্শন করেন। আরিপুইয়াতে সম্মাননীয় অতিথি।

নভেম্বর ৩— সান্তিয়াগোতে পৌঁছলেন।

ডিসেম্বর ৮— দুটি বক্তৃতা প্রদান, 'বিয়াহে আলরেদেদোর দে মি পোয়েসিয়া' (আমার কবিতার আশপাশ দিয়ে ভ্রমণ) এবং 'বিয়াহে আল কোরাসোন দে কেবেদো' (কেভেদোর হৃদয়ে ভ্রমণ)।

☐ ১৯৪৪ : 'প্রেমিও মুনিসিপাল দে পোয়েসিয়া' (মিউনিসিপ্যালিটির কবিতা পুরস্কার) প্রদান। ধারাবাহিক বক্তৃতা প্রদান। ব্যক্তিগত উদ্যোগে নিউইয়র্কে প্রকাশিত নির্বাচিত কবিতা, (রেসিদেন্সিয়া এন লা তিয়েররা থেকে)। বুয়েনোস আইরেশ প্রকাশিত 'বেইনতে পোয়েমাস দে আমেরি ই উনা কানসিওন দেসেসপেরাদা' এবং 'রেসিদেন্সিয়া এন লা তিয়েররা' (লোসাদা প্রকাশনী)।

☐ ১৯৪৫, মার্চ ৪: তারাপাকা এবং আন্তোফাগাসতা প্রদেশ থেকে সেনেটর হিসেবে নির্বাচিত। 'সালুদো আল নোরতে ই স্তালিনগ্রাদো' (উত্তর ও স্তালিনগ্রাদকে সেলাম) পুস্তিকাটির প্রকাশ। সাহিত্যে চিলের জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্তি।

৩০ মে— সেনেটে প্রথম বক্তৃতা যেটা 'কুয়াত্রো দিসকুরসোস' (চারটি বক্তৃতা)-এ প্রকাশিত।

৮ জুলাই— চিলের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান।

৩০ জুলাই— রিয়োর 'আকাদেমিয়া ব্রাসিলেইরা দে লেত্রাস' (ব্রাজিলের সাহিত্য আকাদেমি) থেকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন। স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন মানুয়েল বান্দেইরা।

৩১ জুলাই— নেরুদার সম্মানে রিওতে সমাবেশ।

আগস্ট ১-৮— বুয়েনোস আইরেস এবং মন্তেবিদেওতে পাঠ ও বক্তৃতা। সেপ্টেম্বরে লিখলেন 'আলতুরাস দে মাচু পিকচু' (মাচু পিকচুর শিখর)।

☐ ১৯৪৬ : মেহিকান সরকার 'অর্ডার অফ দ্য আজটেক ইগল' দিয়ে নেরুদাকে সম্মান প্রদান করেন।

২০ মার্চ— বক্তৃতা প্রদান, বিষয়: 'বিয়াহে আল নোরতে দে চিলে' (চিলের উত্তরে ভ্রমণ)। রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী গ্যাব্রিয়েল গোনসালেসের জাতীয় প্রচার সচিব হিসেবে নাম ঘোষণা। 'এসপাইনিয়া এন এল কোরাসন' চেকোস্লোভাকিয়ায় প্রকাশিত। 'রেসিদেন্সিয়া এন লা তিয়েরর়া' আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং কোপেনহেগেনে প্রকাশিত।

সাও পাওলোতে প্রকাশিত হল 'বেইন্তে পোয়েমাস দে আমোর ই উনা কানসিওন দেসপেরাদা'।

২৮ ডিসেম্বর— আইনস্বীকৃত পদ্ধতিতে 'পাবলো নেরুদা' নাম গ্রহণ।

☐ ১৯৪৭ : লোসাদা প্রকাশনী, 'তিয়েররা রেসিদেন্সিয়া'র সাথে 'লা ফুরিয়াস ই লাস পেনাস', 'এসপাইনিয়া এন এল কোরাসোন' এবং অন্য কিছু পুস্তক একসাথে প্রকাশ করল। 'ক্রুস দেল সুর' প্রকাশ করল কবিতা সমগ্র 'রেসিদেন্সিয়া এন এল তিয়েরর্‌া' নামে। মাগেইয়ান প্রণালীতে ভ্রমণ। চিলের লেখকদের সংস্থা থেকে বক্তৃতা প্রকাশ।

২৭ নভেম্বর— 'কারতা ইনতিমা পারা মিইওনেস দে ওমব্রেস' (লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্য আন্তরিক পত্র) লেখেন, যেটি কারাকাসের 'এল নাসিওনাল' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। (চিলেতে ৪ ঠা অক্টোবর থেকে সংবাদপত্রের ওপর সেন্সরশিপ লাগু করা হয়।) চিলের রাষ্ট্রপতি নেরুদার বিরুদ্ধে বিচার বিভাগীয় প্রক্রিয়া শুরু করেন এই চিঠি লেখার জন্য।

☐ ১৯৪৮: ৬ জানুয়ারি— সেনেটে বক্তৃতা। যেটি পরবর্তীতে 'ইও আকুসো' (আমি অভিযোগ করছি)

৩ ফেব্রুয়ারি— চিলের সুপ্রিম কোর্ট সেনেট থেকে নেরুদার বহিস্কারে শিলমোহর দিল।

৫ ফেব্রুয়ারি— আদালত নেরুদার গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করল। নেরুদাকে অন্তরীণে যেতে হল। কান্ত হেনারেল লিখতে লাগলেন। বিভিন্ন দেশ থেকে তাকে সারস্বত অভিনন্দন জানানো হল। ব্যাপকভাবে তার কবিতা প্রকাশিত হতে লাগল। লন্ডনের অ্যাডাম আন্তর্জাতিক রিভিউ পত্রিকা একটি গোটা সংখ্যা নেরুদার ওপর প্রকাশ করল।

☐ ১৯৪৯ : ফেব্রুয়ারি ২৪— আন্দিজ পর্বতমালা দক্ষিণ দিক থেকে গোপনে পার হয়ে নেরুদা চিলে থেকে চলে গেলেন।

এপ্রিল ২৫— প্যারিসে শান্তির সপক্ষে অনুগামীদের প্রথম বিশ্ব কংগ্রেসে যোগদান। এবং এতেই তার ঠিকানা জনসমক্ষে চলে এল। তাকে বিশ্ব শান্তি সংসদের একজন সভ্য করে নেওয়া হল।

জুন— পুশকিনের সম্মানার্থে শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে সোভিয়েত অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে যোগদান। এটা ছিল নেরুদার প্রথম সোভিয়েত গমন।

জুন ২৭— মস্কোতে নেরুদার সম্মানার্থে সোভিয়েত লেখক সংঘের সভা। জুলাই মাসে নেরুদার পোলান্ড ও হাঙ্গেরি সফর এবং পল এলুয়ার সঙ্গে আগষ্ট মাসে মেহিকো

ভ্রমণ। পরের মাসে মেহিকোতে লাতিন আমেরিকান শান্তির সপক্ষে অনুরাগীদের কংগ্রেসে যোগদান। ভীষণ ভাবে অসুস্থ হয়ে বছরের শেষ পর্যন্ত মেহিকোতে বাস। তার গদ্য এবং কবিতার বইগুলি জার্মান, চেকোশ্লোভিয়া, চিন, ডেনমার্ক, হাঙ্গেরি, ইউনাইটেড স্টেটস, সোভিয়েত ইউনিয়ন, মেহিকো, কুবা, কোলোমবিয়া, গুয়েতেমালা এবং আরহেনতিনাতে প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত হয় চিলের প্যাসিফিকের সম্পাদকীয়— 'দুলসে পাত্রিয়া' (মিষ্টি পিতৃভূমি)

☐ ১৯৫০ : জানুয়ারি ২৮— নেরুদার দেশের বাইরে থাকার যে সাংবিধানিক অনুমতি ছিল, যেটা সেনেটের প্রেসিডেন্ট আরতুরা আইয়েসসান্দ্রি কতৃক প্রদত্ত হয়েছিল তার মেয়াদ উত্তীর্ণ হল। 'কান্তো হেনেরাল'-এর দুটি সংস্করণ মেহিকোয় প্রকাশিত হল। একটি প্রকাশিত হয় 'কোমিতে আউসপিসিয়াদোর (স্পনসরিং কমিটি) র দ্বারা ও অন্যটি 'এদিসিওনেস ওশেনিয়ানো' (সমুদ্র সংস্করণ) থেকে প্রকাশিত হয়। দুটি সংস্করণই ডেভিড আলফারো সিকেরিওস ও দিয়েগো বিভেরা কৃত অলংকরণ-সহ। দুটোর গোপন সংস্করণই চিলেতে দেখা যায়। নেরুদা গুয়েতেমালায় যান এবং সেখানে তিনি কবিতা পাঠ ও বক্তৃতা প্রদান করেন। যেখানকার সরকার ও সাংসদ তাকে সম্মানিত করেন। 'পাবলো নেরুদা এন গুয়েতেমালা' (গুয়েতেমালায় পাবলো নেরুদা) প্রকাশিত হয়েছিল।

জুন— নেরুদা প্রথমে প্রাগে গেলেন এবং সেখান থেকে প্যারিসে, যেখানে তিনি 'কান্তো হেনেরাল'-এর ফরাসি সংস্করণে নিজের স্বাক্ষর দিলেন।

অক্টোবর— রোমে গেলেন এবং তারপর নিউ দিল্লি গেলেন জহওরলাল নেহেরুর সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারের জন্য। তার কবিতা হিন্দি, উর্দু এবং বাংলায় প্রকাশিত হল।

১৬-২২ নভেম্বর— ওয়ারসতে শান্তির স্বপক্ষে অনুগামীদের দ্বিতীয় বিশ্ব সম্মেলনে যোগদান।

২২ নভেম্বর— পাবলো পিকাসো এবং অন্য শিল্পীদের সঙ্গে একযোগে তার পুস্তক 'কে দেসপিয়েরতে এল লেনাদোর' (কাঠুরে ঘুম ভেঙে জেগে উঠুক)-র জন্য আন্তর্জাতিক শান্তি পুরস্কার পেলেন। আরও কয়েক সপ্তাহ চেকোশ্লোভাকিয়ার লেখকদের অতিথি হিসেবে দোব্রিশ প্রাসাদে থেকে। মেহিকোতে 'কান্তো হেনেরাল'-এর একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হল। একইসাথে চিলেতে প্রকাশিত হল তার একটি গোপন সংস্করণ। অন্যদিকে উত্তর আমেরিকা, চিন, চেকোশ্লোকিয়া, পোল্যান্ড, সোভিয়েত ইউনিয়ন (২, ৫০, ০০০ কপি), সুইডেন, রুমানিয়া, ভারতবর্ষ, ইস্রায়েল এবং সিরিয়ায় 'কান্ত হেনারেল'-এর নতুন অনুবাদ প্রকাশিত হল।

☐ ১৯৫১ : ইতালি ভ্রমণ সঙ্গে ফ্লোরেন্স, তুরিন, জেনোয়া, রোম, মিলানে কবিতা

পাঠ। ইতিলিয়ান ভাষায় 'কে দেসপিয়েরতে এল লেনাদোর' প্রকাশিত।

১৪ জানুয়ারি— নেরুদা তখনও দেশের বাইরে। চিলের লেখকদের সোসাইটি এবং লেখকদের ইউনিয়ন 'কান্ত হেনারেল' প্রকাশের পূর্তিতে অনুষ্ঠান করেন।

২০ জানুয়ারি— মিলানে নেরুদার কবিতা বিষয়ে বক্তৃতা দেন সালভাটোরে কোয়াসিমোদো এবং রেনেতা বিরোল্লী।

মার্চ— প্যারিস।

মে— মস্কো, প্রাগ, বার্লিন।

৫-১৯ আগস্ট— বার্লিনে বিশ্ব যুব উৎসব। কারলোভেই ভ্যারি (কলিসবাদ) চলচ্চিত্র উৎসব এবং মোরাভিয়ান পপুলার আর্ট ফেস্টিভাল। ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথ ধরে গণপ্রজাতন্ত্রী মোঙ্গলিয়া এবং সেখান থেকে বিমানে পিকিং। যেখানে বিশ্ব শান্তি সমিতির নামে প্রদত্ত আন্তর্জাতিক শান্তি পুরস্কার মাদাম সান ইয়াৎ সেনের হাতে তুলে দেন। বুলগেরিয়া চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি আইসল্যান্ডে তার কবিতা প্রকাশিত হয়। ইডিশ, হিব্রু, কোরিয়ান, ভিয়েতনামি, জাপানি, আরবিক, তারর্কিশ, ইউক্রেনিয়ান, উজবেক, পর্তুগিজ, স্লোভাক, জর্জিয়ান, আর্মেনিয়ান ভাষায় তার লেখার নতুন অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

☐ ১৯৫২: বেশ কিছু মাস ইতালিতে অবস্থান।

১০ ফেব্রুয়ারি— ক্যাপ্রিতে বসে 'লাস উবাস ই এল বিয়েনতো' (আঙুর এবং বাতাস) লেখা শুরু করেন।

জুলাই-আগস্ট— বার্লিন ও ডেনমাক সফর। চিলেতে তার গ্রেপ্তারের আদেশনামা প্রত্যাহার। এই আদেশনামা জারির তিনবছরের বেশি সময় পরে প্রত্যাহৃত হল।

১২ আগস্ট— সান্তিয়াগো প্রত্যাবর্তন। যেখানে অসংখ্য স্বাগত সম্বর্ধনায় তাকে সম্মান প্রদর্শন। লিঞ্চ এ্যাভিনিউতে নিজের গৃহে গমন। তেমুকো এবং চিলের অন্য অঞ্চলে ভ্রমণ।

ডিসেম্বর— আন্তর্জাতিক শান্তি পুরস্কার প্রদান সমিতির জুরি মেম্বার হিসেবে সোভিয়েত ভ্রমণ। 'ওদাস এলেমেন্তালেস' (মৌলিক ওড্‌গুলি) লেখা আরম্ভ।

☐১৯৫৩ : সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে প্রত্যাবর্তন। মহাদেশীয় সংস্কৃতি কংগ্রেস সংগঠিত করলেন। যেটি এপ্রিল মাসে সান্তিয়াগোতে অনুষ্ঠিত হয়। আমেরিকার বহু প্রখ্যাত শিল্পী এই কংগ্রেসে যোগদান করেন। এদের মধ্যে দিয়েগো রিবেরা, নিকোলাস গিইয়েন, হোর্হে আমাদো প্রমুখেরা ছিলেন। চিলেতে দুটি সাহিত্য সংকলন প্রকাশ করা হয়— 'তোদো এল আমোর' (সমস্ত ভালোবাসা), প্রকাশক: নাসসি্মেন্টো এবং 'পোয়েসিয়া পোলিতিকা' (রাজনৈতিক কবিতা) প্রকাশক: আউসত্রাল।

২০ ডিসেম্বর— স্তালিন শান্তি পুরস্কার। নিজ গৃহ নির্মান আরম্ভ 'লা চাসকোনা' (চাসকোনা)

☐ ১৯৫৪ : জানুয়ারি— চিলে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজের কবিতা বিষয়ে পাঁচটি বক্তৃতা প্রদান।

জুলাই— 'ওদাস এলেমেন্তালেস' (লোসাদা), 'লাস উবাস ই এল ভিয়েনতো'

১২ জুলাই— তার পঞ্চাশতম জন্মদিন বিশাল শ্রদ্ধাসহকারে অনুষ্ঠিত হয়। সারা বিশ্ব থেকে লেখকগণ এসে তার মঙ্গল কামনা করেন। আই চিং এবং শিয়াও এমি চিন থেকে, সোভিয়েত থেকে ইলিয়া এরেনবুর্গ, চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে দারদা এবং কতভালেক। বাররাউল্ট এই শ্রদ্ধাঞ্জলিতে যোগ দিয়েছিলেন সান্তিয়াগো -তে তার নাটক ও কবিতা পাঠের মধ্যে দিয়ে। অনেক লাতিন আমেরিকান বন্ধুরাও এই অনুষ্ঠানে এসেছিলেন। পারাগুয়াই থেকে এলভিও রোমেরো, গুয়েতেমালা থেকে মিগেল অ্যানহেল আসতুরিয়াস এবং আরহেনতিনা থেকে ওলিভেরিও হিরোনদা, নোরা লাঙ্গে, মারিয়া রোসা ওলিভার, রাউল লার্‌রা, দে লেত্রইস এবং অন্যরা। নেরুদা তার পাঠাগার ও অন্যান্য জিনিস চিনের বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করে দেন। বিশ্ববিদ্যালয় ও সম্মত হয় কবিতার উন্নয়নের জন্য নেরুদা ফাউন্ডেশনকে ভর্তুকি প্রদান করবে।

২০ জুন— নেরুদা ফাউন্ডেশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর দোন হুয়ান গোমেস মিইযাস এবং নেরুদার বক্তৃতা সহকারে। এই বক্তৃতাগুলি ছাপা হয়েছিল এবং বিনামূল্যে বিতরিত হয়েছিল। লো সঁ জনেজাল (সাধারণ সঙ্গীত, কান্তো হেনারেল) ফ্রান্সে প্রকাশিত হয় ফেবঁ লিজের অলংকরণ-সহ। সোয়া দ্য মারসঁক-এর লেখা পাবলো নেরুদা চোয়িক্স দে পোয়েমেস প্রকাশ করেন পিয়ের সেগে, পোয়েত দ্য জুর দ্যুই (আজকের কবিরা) সিরিজে। সাথে 'তুত লা মুর' (সকল ভালোবাসা)। হাঙ্গেরি ও পোল্যান্ডে প্রকাশিত হয় এবং হিব্রুতে প্রকাশিত হয় জেরুজেলামে। সোভিয়েত রাশিয়ায় প্রকাশিত হয় 'কান্ত হেনারেল'।

☐ ১৯৫৫ : দেই দেল কার্‌বির সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ। এই একই বছরে তার বাড়ি লা চাসকোনার নির্মাণ সমাপ্ত হয়। তিনি মাতিলদে উস্বুটিয়ার সাথে গৃহপ্রবেশ করেন। তিনি 'লা গাসেতা দে চিলে' (চিলের গেজেট) পত্রিকায় পর্যালোচনা লিখতে শুরু করেন। পত্রিকাটি বছরে তিনবার প্রকাশিত হত। জার্মান ভাষায় 'কে দেসপিয়েরতে এল লেনাদোর' (লাইপজিগের ইনজেল ফোরল্যাক প্রকাশনা এবং 'লাস উবাস ই এল ভিয়েন্তো' প্রকাশিত হয় বার্লিনের ভোল্ক উন্ড ওয়েল্ট প্রকাশনা থেকে।

তার কিছু কবিতা আরবি এবং অন্য একটি পার্সিয়ানে প্রকাশিত হয়। কান্ত হেনারেল

ইতালির বোলোগান থেকে (ফেনিসে গুয়ারদা সংকলনে) প্রকাশিত হয়। রুমানিয়ার বুখারেস্ট থেকেও প্রকাশিত হয়। তার বক্তৃতার একটি সংকলন সান্তিয়াগোর নাস্‌শিমেন্তো প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন, চিন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে ভ্রমণ করেন, তেমনি ইতালি ও ফ্রান্সেও যান। আমেরিকায় ফিরে আসেন। ব্রাজিল এবং মনতেভিদিও এবং উরুগুয়েতে সাহিত্য পাঠ করেন এবং আরহেনতিনার তোতোরাল, কোরদোবায় কিছুদিন বিশ্রাম নেন।

☐ ১৯৫৬ : জানুয়ারি— গুয়েভাস ওদাস এলিমেন্তাস, (লোসদা) প্রকাশিত হয়।

ফেব্রুয়ারি— চিলেতে প্রত্যাবর্তন। 'ওদা আ লা তিপোগ্রাফিয়া' (নাসলিমেন্তো), 'এল গ্রান ওশেয়ানো' (মুদ্রণের জন্য গীতি কবিতা) এবং (বিশাল সমুদ্র) স্টকহোমে প্রকাশ।

☐ ১৯৫৭: ৩০ জানুয়ারি— 'লোসাদা' থেকে প্রকাশিত হল 'ওবরাস কোমপ্লেতাস' (রচনা সমগ্র) বাইবেল পেপারে। লিখতে শুরু করলেন 'সিয়েন সোনেতোস দে আমোর' (একশোটি প্রেমের চর্তুদশপদী)

১ এপ্রিল— আরহেনতিনায়, যেখানে ১১ তারিখে বুয়েনাস আইরেসে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং দেড়দিন তাকে সংশোধনাগারে কাটাতে হয়। চিলের রাষ্ট্রদূত তার মুক্তির ব্যবস্থা করেন। তার প্রস্তাবিত সাহিত্য পাঠ না করেই তিনি আরহেনতিনা থেকে চলে আসেন। পাবলো নেরুদার কবিতার একটি বিশ্লেষণ লিখলেন মারিও হোরহে দে লেইয়িস, (যেটির পরবর্তীতে অনেকগুলো সংস্করণ প্রকাশিত হয়)। পুস্তকটি প্রকাশিত হয় লা মান্দাগোরা প্রকাশনা থেকে। রোর্বেতো সালামার— 'পারা উনা ক্রিতিকা দে পাবলো নেরুদা' (পাবলো নেরুদার একটি সমালোচনা) বুয়েনস আইরেসের র্কাতাগো প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত হয়। মন্তেভিদিও অনেকগুলি পাঠে অংশগ্রহণ করেন। চিলে-র লেখকদের সংগঠনের সভাপতি হন।

১৮ ডিসেম্বর— 'তেরসের লিব্রো দে লাস ওদাস (লোসাদা)' (ওদসমুহের তৃতীয় গ্রন্থ)

☐ ১৯৫৮— চিলের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রচারে অংশগ্রহণ এবং সারা দেশ ঘুরে জনসভায় বক্তৃতা প্রদান।

১৮ আগস্ট— লোসাদা থেকে প্রকাশিত হল— 'এসত্রাভগারিও' (সৃষ্টিছাড়া)।

☐ ১৯৫৯ : পাঁচমাস ধরে সমগ্র ভেনেজুয়েলা ভ্রমণ। সেখানে তিনি ব্যাপক ভাবে অভিনন্দিত হন।

৫ নভেম্বর— লোসাদা থেকে প্রকাশিত হল 'নাভেগাসিওনেস ই রেগ্রেসোস' (নৌযাত্রাসমূহ এবং প্রত্যাবর্তন)

৫ ডিসেম্বর— একটি ব্যক্তিগত উদ্যোগে অগ্রীম অনুদানের ভিত্তিতে 'সিয়েন সোনেসোস দে আমোর' প্রকাশিত। ভালপারসিওতে লা সেবাসতিয়ান নামক গৃহ নির্মাণ শুরু।

☐ ১৯৬০: ভ্রমণ। ১২ এপ্রিল— 'লুই লুমিয়েরে' করে যাত্রাকালীন 'কানসিওন -দেহেসতা' লেখা শেষ করেন। জঁ মারশেনাক-এর অনুবাদ ও পিকাসোর অলংকরণে নেরুদার কবিতা 'তোরো' (ষাঁড়) প্রকাশ। সোভিয়েত ইউনিয়ন, পোল্যান্ড, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, ভ্রমণ। এবং বছরের বাকি দিনগুলো প্যারিসে অতিবাহিত করলেন। আমেরিকায় ফিরে আসার পথে ইতালি ঘুরে আসা। সেখান থেকে 'আবানা' (হাভানা) যাত্রা। 'কানসিওন দে হেস্তা' (২৫,০০০ কপির প্রকাশনা) কুবা (কিউবা)-তে প্রকাশিত হল।

১৪ ডিসেম্বর— লোসাদা থেকে 'সিয়েন সোনেতোস দে আমোর'-এর যথার্থ সংস্করণ প্রকাশ।

☐ ১৯৬১ : ফেব্রুয়ারি মাসে চিলেতে প্রত্যাবর্তন। 'কানসিওন দে হেস্তা' সান্তিয়াগো-তে 'আউসত্রাল' প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত হল।

২৬ জুলাই— 'লাস পিয়েদ্রাস দে চিলে' (চিলের পাথরগুলি) লোসাদা থেকে প্রকাশ।

৩১ অক্টোবর— 'কান্তোস সেরেমোনিয়ালেস' (আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত) লোসাদা থেকে প্রকাশ।

'বেইনতে পোয়েমাস দে আমোর ই উনা কানসিওন দেসেসপেরেদার' দশলক্ষ কপি ছাপা হয়। প্যারিস সংস্করণ— 'তুত্ লামুর' (সকল ভালোবাসা) অনুবাদ করেন এলিস গাসকার। ইউএসএ-তে 'পাবলো নেরুদার নির্বাচিত কবিতা' গ্রোভ প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়।

☐ ১৯৬২ : জানুয়ারি— 'ও ক্রুজেরিও ইনতেরন্যাশিওন্যাল' প্রকাশনা থেকে 'মেমোরিয়াস ই রেকুয়েরদোস দে পাবলো নেরুদা লাস ভিদাস দেল পোয়েতা' (পবালো নেরুদার স্মৃতিকথা: কবির জীবন ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করতে আরম্ভ করল।

৩০ মার্চ— চিলের স্কুল অফ ফিলসফি ও এডুকেশন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো হিসেবে নেরুদাকে মনোনয়ন করা হয়। এখানে স্বাগত ভাষণ দেন নিকানোর পার্‌রা। নাসসিমেন্তো প্রকাশন নেরুদা ও নিকানোর পার্‌রার বক্তৃতা প্রকাশ করে।

এপ্রিল— সোভিয়েত ইউনিয়ন, বুলগেরিয়া, ইতালি এবং ফ্রান্সে ভ্রমণ। এই ভ্রমণের শেষে সরাসরি ভালপারাসিওতে নিজের বাড়িতে প্রত্যাগমন।

৬ সেপ্টেম্বর— লোসাদা প্রকাশনা থেকে 'প্লেনোস পোদেরেস' (পূর্ণ ক্ষমতা) প্রকাশ।

☐ ১৯৬৩ : লোসাদা থেকে 'ওবরাস কোমপ্লেতাস' (সমগ্র রচনাবলীর) দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ। 'সুমারিও' (ইতালির তাল্লোনে, আলপিগনানো) থেকে প্রকাশিত। পরবর্তীকালে এটা 'মেমোরিয়াল দে ইসলা নেগ্রা'র অন্তর্ভুক্ত হয়। সুইডিস অকাদেমির আরতুর লুন্ডকভিসট নেরুদার ওপর এক বিস্তৃত প্রতিবেদন 'রিভিউ বি এল এমে (বোন্নিয়েরস্ লিটারারি ম্যাগাজিনে) প্রকাশ করেন।

ডিসেম্বর— নেরুদা ওমেরো আরসের চতুর্দশপদীর ব্যাখ্যা লেখেন এবং তা প্রকাশিত হয় 'লোস ইনতিমোস মেতালেস' (ঘনিষ্ঠ পদার্থগুলি) যেটি ব্রাজিলিয়ান দূতাবাসের অ্যাটাচে তাইগো দে মেইয়ো সম্পাদনা করেন এবং 'কুয়াদেরনোস ব্রাসিলেরাস' (ব্রাজিলিয়ান নোটবুক)-এ প্রকাশিত হয়।

☐ ১৯৬৪ : একটি বিশ্লেষণমূলক বিস্তৃত জীবনী। সমালোচক এবং 'আকাদেমিয়া দে লা লেঙ্গুয়া' (ভাষা আকাদেমি)-র সদস্য রাউল সিলভা কাস্ত্রো প্রকাশ করেন। চিলের জাতীয় গ্রন্থাগার কবির ষাটতম জন্মদিবস উদযাপন করে। লাইব্রেরির অধ্যক্ষ দোন গুইয়েরমো ফেলিউ ক্রুসের একটি বক্তৃতার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। বক্তৃতার বিষয় ছিল— 'পাবলো নেরুদা : কোমো বেত্ত মি প্রোপিয়া ওবরা' (আমি নিজের কাজকে কেমন ভাবে দেখি)। বক্তৃতা দেন— ফেরনান্দো আলেগ্রিয়া, মারিয়ো রোদরিগেস, এরনান লোইয়োলা, উগো মোনতেস, নেলসোন ওসেরিও, লুইস সানচেস লাতোর্‌রে, ভোলেদিয়া তেই তেল বোইম, মানুয়েল রোহাস, হাইমে গিয়োরদানো, এবং ফেদরিকো সোচপরে। নেরুদাকে নিয়ে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে চিলের রিভিউ 'আলেরসে আউরোরো এবং মাপোচা'।

১২ জুলাই— লোসাদা প্রকাশনী 'মেমোরিয়াল দে ইসলা নেগ্রা' (কালো দ্বীপের স্মৃতিকথা) পাঁচটি খণ্ডে, প্রতিটির ভিন্ন ভিন্ন শিরোনাম-সহ প্রকাশ করে।

৯ সেপ্টেম্বর— নেরুদা শেকসপিয়ার-এর রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েটের স্প্যানিসে অনুবাদ করেন, যেটি লোসাদা প্রকাশ করে। নেরুদা সারা দেশ ঘুরে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য প্রচার করেন।

১০ অক্টোবর— রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েটের থিয়েটার শো আরম্ভ। 'ইনসতিতুতো দে তেয়াত্রো দে লা উনিভেরসিদাদ দে চিলে' (চিলের বিশ্ববিদ্যালয়ের থিয়েটার ইনস্টিটিউট) এই নাটকটি উপস্থাপনা করে।

☐ ১৯৬৫ : ইউরোপে। জুন— অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সম্মানীয় ডক্টরস্ অফ লেটার প্রদান করে, যেটা দক্ষিণ আমেরিকাতে প্রথম। এরপর হাঙ্গেরিতে ভ্রমণ।

সেখানে মিগেল আনহেল আসতুরিয়াসের সঙ্গে যৌথভাবে তিনি লিখলেন— 'কোমিয়েনদো এন উনগারিয়া (হাঙ্গেরিতে ভোজন), যেটি একই সঙ্গে পাঁচটি ভাষায় প্রকাশিত হয়। যুগোস্লাভিয়ার ব্লেডে পিইএন ক্লাব সম্মেলনে যোগদান এবং ফিনল্যান্ডের হেলসিঙ্কিতে শান্তি সম্মেলনের যোগদান। সোভিয়েত গেলেন লেনিন পুরস্কার নির্বাচনের জুরি হিসেবে। যে পুরস্কারটি স্প্যানিস কবি রাফায়েল আলবের্তি -কে প্রদান করা হয়।

ডিসেম্বর— চিলে ফেরার পথে কিছুদিন বুয়েনোস আইরেশ কাটালেন।

☐ ১৯৬৬ : জুন— নিউইয়র্কে পিইএন ক্লাবের সম্মানীয় অতিথি হিসেবে যোগদান। তার বিভিন্ন পাঠের প্রারম্ভেই নিউইয়র্কে আর্চিবোল্ড ম্যাকলেইস তাকে পরিচয় করিয়ে দেন। ওয়াশিংটন এবং বার্কলেতে তিনি পাঠাগারের সম্মেলনের জন্য তার বক্তব্য টেপ রেকর্ড করেন। এরপর যান মেহিকো সিটিতে, যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ করেন। তারপর পেরুতে, সেখানে মিউনিসিপ্যাল থিয়েটারে পাঠ করেন। এছাড়াও সান মার্কেস বিশ্ববিদ্যালয় এবং আরেকিপাতে তিনি পাঠে অংশ নেন। পেরুর লেখকদের সমিতি, যার প্রধান সিরো আলেগ্রিয়ার উদ্যোগে নেরুদাকে 'অর্ডার অফ দি সোল দে পেরু' (পেরুর সূর্য) এই খেতাবে ভূষিত করা হয়। লুই আরগঁ লিখলেন, 'এলিহিয়ে আ পাবলো নেরুদা' (পাবলো নেরুদাকে পছন্দ করি)। এটি গাইয়িমারদ প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত হয়। এমির রোদরিগেস মোনেগাল লিখলেন, 'এল ভিয়াহেরো ইনমোভিল' (স্থানু ভ্রমণকারী)।

২৮ অক্টোবর— চিলেতে মাতিলদে উররুতিয়ার সঙ্গে বিদেশে তার যে বিবাহ হয়েছিল সেটা আইনের স্বীকৃতি পেল। 'আরতে দে পাহারোস' (পাখিদের শিল্প) পুস্তকের ব্যক্তিগত সংস্করণ প্রকাশিত হল সমসাময়িক শিল্প বন্ধুদের উদ্যোগে এবং এতে অলংকরণ করলেন, আনতুনেস, হেররেররা, কাররেএনো এবং তোরাল। তার জীবনের বিভিন্ন ঘটনা স্মরণ ও তার কবিতা পাঠ নিয়ে সাপ্তাহিক রেডিয়োর অনুষ্ঠান। তিনি লিখলেন 'ফুলগোর ই মুর্য়েতে দে হোয়াকিন মুরিয়েতা, উনা কাসা এন লা আরেনা' (হোয়াকিন মুরিয়েতার তীব্র চাহনি ও মৃত্যু, বালিতে একটি বাড়ি।) নামক দুটি নাটক যেগুলির ফটো করলেন সেরহিও লার্‌রিন (প্রকাশক: লুমেন, বার্সোলোনা)

☐ ১৯৬৭ : এপ্রিলে একটি ভ্রমণে রওনা হলেন।

২২ মে— মস্কোতে সোভিয়েত লেখকদের কংগ্রেসে যোগদান।

২০ জুলাই— তাকে ভিয়ারেগিও-তেরঙ্গিলিইয়া পুরস্কার প্রদান। এই পুরস্কারটি ঐ বছরেই চালু করা হয়, যেটি প্রদান করা বিশ্বমানের ব্যক্তিদের, যাদের সাংস্কৃতিক এবং জাতি জাতিতে বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। ইতালি, ফ্রান্স

এবং ইংল্যান্ড সফর শেষে আগষ্ট মাসে চিলেতে ফিরে আসেন।

১৪ অক্টোবর— সান্তিয়াগোতে 'ইনস্তিতুতো দে তেয়াত্রো দে লা উনির্ভেসিদাদ দে চিলে'র উপস্থাপনায় 'ফুলহর ই মুর্য়েতে দে হোয়াকিন মুরিয়েতা' নাটকের উপস্থাপনা। পরিচালনা করেন পেদ্রো ওরথোউয়াস, সঙ্গীত পরিচালনা করেন সেরহিও ওরতেগা, প্রকাশ করে চিলের সিগ-সাগ। ইংরাজিতে নেরুদার নির্বাচিত কবিতা প্রকাশ অনুবাদ করেন স্কটিশ কবি আলাসটেয়ার রেইড। 'একটি পুস্তকের লক্ষ্য' নিয়ে 'আলতুরাস দে মাচ্চুপিচ্চু' (মাচ্চুপিচ্চুর উচ্চতা) কবিতাটির অলংকরণ করেন অস্ট্রিয়ান শিল্পী হুনদেরটওয়াসের। এই সংকলনের ছেষট্টিটি কপি প্যারিসেই বিক্রি হয়ে যায়। 'সের ই মেরির এন পাবলো নেরুদা' (পাবলো নেরুদায় অস্তিত্ব এবং মৃত্যু) বিশ্লেষণাত্মক লেখাটি লেখেন নেরুদা বিশেষজ্ঞ এম্যান লোয়োলা (সান্তিয়াগো সম্পাদকীয়)।

☐ ১৯৬৮ : 'ওব্রাস কোমপ্লেতাস' এর তৃতীয় সংস্করণ দুটি খণ্ডে প্রকাশিত হল। সঙ্গে সংযোজিত হল সম্পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জী, যেটি তৈরি করলেন এম্যান লোয়ালো। একই সঙ্গে লোসদো থেকে প্রকাশিত হল 'লাস মানোস দেল দিয়া' (দিনের হাতগুলি) যেটি সমগ্র রচনাবলীতে ছিল না।

☐ ১৯৬৫ : 'ফিন দে মুনদো ই আউন' (পৃথিবীর শেষ এবং তারপর)

আগস্ট— চিলের জাতীয় গ্রন্থগারে প্রদর্শিত হল নেরুদার সমগ্র কাজের গ্রন্থপঞ্জী।

৩০ সেপ্টেম্বর— চিলের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি নেরুদাকে দেশের প্রেসিডেন্ট পদের প্রার্থী হিসেবে মনোনিত করল। তিনি চিলে জুড়ে প্রচারে নামলেন এবং বিভিন্ন জনের সঙ্গে শুরু করলেন কথাবার্তা, যা পপুলার পার্টি গঠনে চালিত হল। যদিও পরবর্তীতে তিনি পদত্যাগ করেন সালভাদোর আইনদেকে পার্টির একমাত্র প্রার্থী হিসেবে তুলে ধরতে।

☐ ১৯৭০ : রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী আইয়েনদের প্রচারে নেরুদার সক্রিয় যোগদান। লোসাদা থেকে প্রকাশিত হল 'লা এসপাদা এনসেনদিদা' এবং 'লাস পিয়েরদাস দেল সিয়েলো' (জলন্ত তরবারি এবং আকাশ থেকে পতিত শিলাখণ্ডগুলি)। পপুলার ফ্রন্ট নির্বাচনে জয়লাভ করে। সালভাদোর আইয়েনদে চিলের রাষ্ট্রপতি হলেন। নেরুদা ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োজিত হলেন।

☐ ১৯৭১ : ২১ অক্টোবর— নেরুদাকে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হল। তিনি হলেন স্প্যানিস ভাষার ষষ্ঠতম লেখক এবং তৃতীয় লাতিন আমেরিকান লেখক যিনি এই সম্মানে ভূষিত হলেন।

☐ ১৯৭২ : নিউইয়র্কে যাবার জন্য পিইএন ক্লাবের আমন্ত্রণ গ্রহণ। সেখানে

তার প্রারম্ভিক ভাষণে আমেরিকা কর্তৃক চিলের অর্থনৈতিক অবরোধের নিন্দা করলেন। লোসাদা থেকে প্রকাশিত হল, 'হেয়োগ্রাফিয়া ইনফ্রুকতুয়োসা' (ব্যর্থ ভূগোল)। তার স্মৃতিকথার চূড়ান্ত সম্পাদনার কাজ শুরু করলেন। ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত হিসেবে তার পদ থেকে পদত্যাগ করে চিলেতে ফিরে এলেন নভেম্বর মাসে। সান্তিয়াগোর জাতীয় স্টেডিয়ামে তার এই চিলেতে প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানিয়ে এক বিশাল সভা অনুষ্ঠিত হয়।

□১৯৭৩ : কিমান্ত প্রকাশনা সংস্থা প্রকাশ করল, 'ইনিসিতাসিওন আল নিক্সোনিসি -দিও ই আলাবানসা দে লা রেবোলুসিওন চিলেনা' (নিক্সনীয় প্ররোচনার নিন্দা এবং চিলের বিপ্লবের স্তুতি)। এটি একটি রাজনৈতিক কবিতার বই, যেটি মার্চ মাসের সংসদীয় নির্বাচনের প্রচারের জন্য লিখিত। চিলেতে গৃহযুদ্ধের আগমনকে ব্যর্থ করতে বছরের মাঝামাঝি তিনি লাতিন আমেরিকা ও ইউরোপের বুদ্ধিজীবীদের কাছে সাহায্য চেয়ে আবেদন জানিয়েছিলেন। লোসাদা প্রকাশনা নেরুদার 'সমগ্র রচনাবলি'র চতুর্থ সংস্করণ তিন খণ্ডে প্রকাশ করল।

১১ সেপ্টেম্বর— একটি মিলিটার ক্যু দেতার মধ্য দিয়ে পপুলার ইউনিটির সরকারকে উচ্ছেদ করা হল। সালভাদোর আইয়েন্দের মৃত্যু।

২৩ সেপ্টেম্বর— চিলের সান্তিয়াগোতে পাবলো নেরুদার মৃত্যু ঘটল। সারা বিশ্ব ভীষণ ভাবে শোকস্তব্ধ হয়ে গেল এটা জেনে যে নেরুদার বালপারাইসো এবং সান্তিয়াগোর অন্য একটি বাড়ি, যেখানে তার শেষকৃত্যের অনুষ্ঠান হয়েছিল, সেই বাড়ি দুটো লুটপাট এবং তছনছ করা হল।